# رَوَائِعُ الْبَيَانِ

فِي

# تَرْجَمَةِ مَعَانِي الْقُرْآنِ

(باللغة البنغالية)

# আল-কুরআনুল কারীম

## সরল অর্থানুবাদ

ভাষান্তর

আল-বায়ান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

কাশফুল প্রকাশনী

# আল-কুরআনুল কারীম
## সরল অর্থানুবাদ
## আল-বায়ান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ


| | |
|---|---|
| গ্রন্থস্বত্ব | **আল-বায়ান ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ**<br>কেন্দ্রীয় অফিস: আল-বায়ান রোড (রাবার ড্যাম) লিংক রোড কক্সবাজার। ফোন: ০১৭৭৬-৫৫৫৫৫৫<br>শাখা অফিস: বাড়ী নং-৫৬, গরীবে নেওয়াজ এভিনিউ সেক্টর-১৩ উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা-১২৩০। ফোন: ০১৮১৯-৩৪৩৪৩৪ |
| প্রকাশনায় | **কাশফুল প্রকাশনী**<br>৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদ্রাসা মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০। মোবা: ০১৭৩১-০১০৭৪০, ০১৯১৮৮-০০৮৪৯<br>ই-মেইল: kashfulprokashoni@gmail.com<br>/kashfulprokasoni |
| প্রাপ্তিস্থান (USA) | Ilm Publication, 147 West 12th street Deer Park Long Island, New York 11729. Phone: 347 4882777 |
| প্রকাশকাল | রবিউল আওয়াল ১৪৪২ হি. কার্তিক ১৪২৭ বাংলা, নভেম্বর ২০২০ ইং |
| দ্বিতীয় প্রকাশ | রমজান ১৪৪২ হি. বৈশাখ ১৪২৮ বাংলা, এপ্রিল ২০২১ ইং |
| মূল্য | ৯৪০/- (নয়শত চল্লিশ টাকা মাত্র) $ 25 USD |
| ইনার সজ্জা | **বর্ণমালা গ্রাফিক্স**<br>ভাটারা, ঢাকা-১২১২ |
| মুদ্রণ ও বাঁধাই | **মিডিয়া প্লাস**<br>২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫<br>ই-মেইল: mediaplus140@gmail.com |
| ISBN | 978-984-95026-3-0 |

# উপদেষ্টা পরিষদ

- উস্তাদ মুহাম্মাদ সুলতান যওক নদভী
- মুফতী সাঈদ আহমাদ
- মুফতী মুহাম্মদ নূরুদ্দীন (রাহিমাহুল্লাহ)
- সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ জাফরী
- মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ (রাহিমাহুল্লাহ)
- ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)
- মাওলানা মাসরুর আহমদ ফযল আহমদ
- মাওলানা মুফতী শামসুদ্দীন জিয়া
- বিচারপতি আব্দুর রউফ
- প্রফেসর ড. মাহফুজুর রহমান
- মাওলানা মুহাম্মদ মুফাজ্জল হুসাইন খান

# পরিচালনা পরিষদ

- **নূর মুহাম্মাদ বদিউর রহমান (মহাপরিচালক)**
  চেয়ারম্যান, আল-বায়ান ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
- **নু'মান আবুল বাশার (উপ-মহাপরিচালক)**
  (সাবেক উপ-মহাপরিচালক আবহাস এডুকেশনাল এন্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ)
- **ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী (নির্বাহী পরিচালক)**
  (সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)
- **হাবীবুল্লাহ মুহাম্মাদ ইকবাল (সহযোগী নির্বাহী পরিচালক)**
  (চেয়ারম্যান, তানযীমুল উম্মাহ ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ)
- **মুহাম্মদ হারূনুর রশীদ (সদস্য)**
  (পরিচালক, মসজিদ ও দাওয়া বিভাগ, আল-বায়ান ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)
- **সাইদুল্লাহ জালাল (সদস্য)**
  (পরিচালক, আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বিভাগ, আল-বায়ান ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)
- **নূরুল কবীর (সদস্য)**
  (পরিচালক, অনুবাদ ও প্রকাশনা বিভাগ, আল-বায়ান ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)
- **মুহাম্মদ ইল্ইয়াস (সদস্য)**
  (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আল-বায়ান ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)
- **আব্দুল্লাহ আল-মামুন (সদস্য)**
  (ভাইস চেয়ারম্যান, তানযীমুল উম্মাহ ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ)
- **হাফেজ মুহাম্মদ ছিদ্দীক (সদস্য)**
  (প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আল-বায়ান ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)
- **মুহাম্মদ তাজুল ইসলাম আবদুর রব (সদস্য)**
  (গবেষণা কর্মকর্তা, কাউন্সিল ফর ইসলামিক রিসার্চ, মসজিদ কাউন্সিল)
- **মুহাম্মদ ইদ্রিস (সদস্য)**
  (ডাইরেক্টর জেনারেল, আল-হাদ্বারা ইসলামিক স্কুল, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম)
- **মুহাম্মদ নাসীম সরওয়ার (সদস্য)**
  (প্রিন্সিপাল, আল-মানারা একাডেমী চট্টগ্রাম)
- **মাওলানা আনিসুর রহমান মাহমুদ (সদস্য)**
  (প্রতিষ্ঠাতা, জামিয়াতুল আফকার আল ইসলামিয়া, কক্সবাজার)

# সম্পাদনা পরিষদ


- ড. আব্দুল জলীল

  গবেষণা কর্মকর্তা, ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

- মাওলানা মুহাম্মাদ শাহজাহান আল-মাদানী

  প্রিন্সিপাল, মিছবাহুল উলুম কামিল মাদরাসা, ঢাকা।

- প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

  আল-ফিকহ এন্ড লিগাল স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

- ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

  সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর, বাংলাদেশ।

- ড. মুহাম্মদ শামসুল হক সিদ্দিক

  মহাপরিচালক, আবহাস এডুকেশনাল এণ্ড রিসার্চ সোসাইটি বাংলাদেশ।

- ড. হাসান মুহাম্মদ মুঈন উদ্দীন

  সহকারী অধ্যাপক, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

- মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের

  সহকারী অধ্যাপক, দাওয়া ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

- হাফেজ মুফতী সানাউল্লাহ নজির আহম্মদ

  লেখক ও গবেষক, ইসলাম হাউজ ডটকম ও আল-বয়ান ফাউন্ডেশন।

# অনুবাদ পরিষদ

০১-১৫ পারা

- **নু'মান আবুল বাশার**
  উপ-মহাপরিচালক, আবহাস এডুকেশনাল এণ্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ।
- **আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান**
  নির্বাহী পরিচালক, আবহাস এডুকেশনাল এণ্ড রিসার্চ সোসাইটি, বাংলাদেশ।
- **কাউসার বিন খালেদ**
  নির্বাহী পরিচালক www.islam.com.bd
- **আবুল কালাম আজাদ আনোয়ার**
  নির্বাহী পরিচালক, বাংলা বিভাগ, www.islamhouse.com.bd

১৬-৩০ পারা

- **প্রফেসর মুখতার আহমেদ**
  সহকারী অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ঢাকা ক্যাম্পাস।
- **আনোয়ার হোসাইন মোল্লা**
  অধ্যক্ষ, উত্তর বাড্ডা কামিল মাদরাসা
- **আ. ন. ম. হেলাল উদ্দিন**
  মুহাদ্দিস, তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা।
- **যুবায়ের মোহাম্মদ এহসানুল হক**
  সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

## সমন্বয় পরিষদ

- মুহাম্মাদ আব্দুর রব (প্রধান)
- লুৎফুর রহমান শিবলী ((সদস্য)

## সহযোগী পরিষদ

- মমতাজুল ইসলাম (প্রধান)
- এডভোকেট মুহা. নুরুল হুদা (স. সচিব)
- মুহাম্মাদ শাহ আলম (সদস্য)
- এডভোকেট সালাহ উদ্দীন চৌ. (সদস্য)
- জি.এ.এম. আশেক উল্লাহ (সদস্য)
- মুহাম্মাদ ইবরাহীম (সদস্য)
- মুহাম্মাদ শু'য়াইব (সদস্য)
- মুহাম্মাদ নূরুল আজিম (সদস্য)

## প্রুফ সংশোধনী

- মাওলানা আখতারুজ্জামান
- মাওলানা আবদুল হালীম
- মাওলানা মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন
- মাওলানা আবদুর রউফ আল মামুন

# উপদেষ্টা পরিষদের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعهم أجمعين.

আল–কুরআনের অর্থানুবাদ নিঃসন্দেহে এক মহিমান্বিত কাজ। নসীহত ও পরামর্শদানের মাধ্যমে এ কাজে অংশ নিতে পেরে নিজেদেরকে আমরা সৌভাগ্যবান মনে করছি। এ প্রকল্পের পরিচালক, দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ সবাইকে জ্ঞাপন করছি আন্তরিক শুকরিয়া; তারা বিশাল একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে সচেষ্ট হয়েছেন যা স্থান-কাল নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত। আর তা হল প্রতিটি জাতির নিজস্ব ভাষায় আল-কুরআনের অর্থানুবাদ যা নিঃসন্দেহে একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

আমরা তাদের এই মুবারক পদক্ষেপকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করি এবং তার জন্য শুকরিয়া জানাই। আমাদের প্রতি তাদের আস্থা সত্যিই সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'উপদেষ্টা- নির্ভরতার পাত্র'। আমরা তাদেরকে এ মহৎকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দিচ্ছি। কেননা আল-কুরআনের অর্থানুবাদের ক্ষেত্রে ভুল করা হবে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপের শামিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করবে সে যেন জাহান্নামে তার আসন প্রস্তুত করে নেয়।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপের ব্যাপারটা এরূপ কঠোর শাস্তিযোগ্য হলে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপের শাস্তি কী হবে তা বলাই বাহুল্য।

অনুবাদকর্মের কোথাও কোন ভুল অথবা অসংগত অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হলে পরবর্তী সংস্করণে তা পরিবর্তন ও পরিশুদ্ধ করে দেয়ার পরামর্শ দিচ্ছি। তাদের লক্ষ্যমাত্র অর্জনে আল্লাহ তাদেরকে তাওফীক দিন এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচলিত করুন। তিনিই তাওফীকদাতা।

# পরিচালনা পরিষদের কথা

الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم الذي أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. وبعد:

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহ প্রদত্ত অজর-অক্ষয় এক সার্বজনীন মুজিযা, যা ইতিহাসের গভীরে হারিয়ে যাওয়া অন্যান্য নবী-রাসূলদের মুজিযাসমগ্রকে ছাপিয়ে কালান্তরে ধরে রেখেছে এবং রাখবে তার চির সজীবতা আল্লাহর একান্ত ইচ্ছা ও তত্ত্বাবধানে। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾(الحجر: ٩)

অর্থ : "নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি, আর আমিই তার হিফাজতকারী।" [সূরা আল-হিজর : আয়াত ৯]

পবিত্র কুরআন অনতিক্রম্য এক মহাগ্রন্থ। সমগ্র মানবজাতির তাবৎ মেধা ও পাণ্ডিত্য যার মোকাবিলা করতে অক্ষম-অপারগ। আল কুরআনের অনুরূপ কোন গ্রন্থ সংকলন বা প্রণয়ন তো দূরে থাক, এর ছোট একটি আয়াততুল্য কোন রচনা উপহার দেয়াও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আল কুরআন তার সন্নিবিষ্ট জ্ঞানভাণ্ডারে তথ্যের ব্যাপকতায়, সুসংহত বাণী-বিন্যাসে চ্যালেঞ্জ করে যাচ্ছে সমগ্র মানবকুল ও জিনজাতিকে যুগ যুগ ধরে। এছাড়া উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় এর নজির দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইরশাদ হয়েছে:

﴿ قُل لَّئِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأۡتُواْ بِمِثۡلِ هَٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأۡتُونَ بِمِثۡلِهِۦ وَلَوۡ كَانَ بَعۡضُهُمۡ لِبَعۡضٖ ظَهِيرٗا ٨٨ ﴾(الإسراء: ٨٨)

অর্থ : "বল, যদি মানুষ ও জ্বিন এ কুরআনের অনুরূপ হাজির করার জন্য একত্র হয়, তবও তারা এর অনুরূপ হাজির করতে পারবে না। যদিও তারা একে অপরের সাহায্যকারী হয়।" [সূরা আল-ইসরা : আয়াত ৮৮]

আরো ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢ ﴾(النساء: ٢٨)

অর্থ : "আর যদি তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো পক্ষ থেকে হত তবে অবশ্যই তারা এতে অনেক বৈপরীত্য দেখতে পেত।" [সূরা আন্-নিসা : আয়াত ৮২]

আল-কুরআন এমনই এক গ্রন্থ যা পাঠে অর্জিত হয় সাওয়াব। যার তিলাওয়াত ইবাদাত বলে গণ্য। যার চিরসতেজ ঝরনাধারা কখনো শুষ্ক হবার নয়।

আল-কুরআনের মাহাত্ম্য এখান থেকেও অনুধাবন করা যায় যে, এর পাঠক প্রতিদান পায় বহুগুণ বর্ধিত আকারে। হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, **আব্দুল্লাহ ইবন মাসঊদ থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে সে এর সাওয়াব পাবে। আর এক সাওয়াবের পরিমাণ হবে তার তুল্য দশ সাওয়াবের সমপরিমাণ। আমি বলি না যে, 'الٓمٓ' এক অক্ষর, বরং 'أ' এক অক্ষর, 'ل' এক অক্ষর ও 'م' এক অক্ষর।** [সুনান তিরমিযী, হাদীস নং-২৯১০]

আল-কুরআন হল আল্লাহর সেই মজবুত রজ্জু যার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার সম্পর্ক ও নৈকট্য তৈরি হয়। হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সুসংবাদ, সুসংবাদ! তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে আল্লাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল? তারা (সাহাবাগণ) বললেন,' হ্যাঁ'। তিনি বললেন, 'এ কুরআন একটি রশিতুল্য যার এক দিক আল্লাহর হাতে এবং অপর দিক তোমাদের হাতে। অতএব তোমরা তা মজবুত করে ধর; কেননা তোমরা এরপর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আর হবে না ধ্বংসপ্রাপ্ত।** [সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস নং-১২২]

এ কিতাব হচ্ছে তিলাওয়াতকারীদের প্রকৃত বন্ধু, যা তাদের থেকে দুনিয়া ও আখিরাতে কখনো পৃথক হবে না, বরং তা তাদের জন্য কিয়ামতের ময়দানে শাফাআতকারী হবে। হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, **'কুরআন শাফাআত করবে এবং তার শাফাআত কবুল করা হবে। কুরআন যে বিতর্ক করবে তা সত্য বলে মেনে নেয়া হবে। তাই যে ব্যক্তি কুরআনকে তার ইমাম বানাবে কুরআন তাকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবে, আর যে তাকে পশ্চাতে রাখবে সে তাকে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নেবে'।** [আল-মু'জামুল কাবীর : হাদীস নং-৮৬৫৫]

যে ব্যক্তি কুরআনকে ইমাম ও সঙ্গী বানিয়ে নেয় তার মর্যাদা বর্ণনায় আরো একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য। **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,' নিশ্চয় মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলার আহ্‌ল রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হল, 'মানুষের মধ্যে আল্লাহ আহ্‌ল কারা'? তিনি বললেন, 'কুরআনের ধারকরাই হল আল্লাহর আহ্‌ল ও একান্ত ব্যক্তিবর্গ'।** [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং-১২৭]

অতএব ধন্য সে যে কুরআনকে তার সঙ্গী বানাল; মুবারক সে যে তা হিফ্‌য করল এবং করাল; যে তা পড়ল এবং পড়াল; যে তা শিখল এবং শেখাল। এরাই হল মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ সন্তান। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,**

**‘তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিখল এবং শেখাল’**। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং-৪৭৩৯]

হাদীসে আরো উল্লেখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি সেই যে, কুরআনের ধারক-বাহক এবং রাত্রিজাগরণকারী”। [আল-বায়হাকী, হাদীস নং-২৭০৩]

এতসব গুরুত্ব ও মর্যাদার নিরিখে বলা যায় যে, এ মহান গ্রন্থের অর্থানুবাদ একটি কঠিনতর আমানত যা আদায় করতে হয় সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ إِنَّا سَنُلۡقِي عَلَيۡكَ قَوۡلٗا ثَقِيلًا ٥ ﴾(المزمل: ٥)

‘নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি এক অতি ভারী বাণী নাযিল করেছি।’ [সূরা আল-মুয্যাম্মিল: ৫]

এ কারণেই অর্থানুবাদের এ গুরু-দায়িত্ব এককভাবে কোন ব্যক্তির উপর আরোপ করা হয়নি, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় তিনি যতই পরিপক্ক হোন না কেন; বরং এর জন্য গঠন করা হয়েছে একটি প্রাজ্ঞ কমিটি, যাদের মধ্যে রয়েছেন কুরআন-গবেষক, আরবী ও বাংলা ভাষায় সমান দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ, যারা পূর্ববর্তী অনুবাদগুলো থেকে উপকৃত হয়েছেন এবং চেষ্টা করেছেন বিশুদ্ধতার বিচারে সর্বোত্তম তরজমা উপহার দিতে।

অনুবাদকর্ম সম্পন্ন হওয়ার পর প্রাজ্ঞ একদল সম্পাদনা পরিষদের মাধ্যমে তা আরো সমৃদ্ধ ও পরিমার্জিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী আল-কুরআনের মূলভাব ও অর্থ রক্ষা করে তা সরল বাংলায় উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। এতদসত্ত্বেও ভুলত্রুটি থেকে-যাওয়া খুবই স্বাভাবিক বলে মনে করি। সে হিসেবে উলামা-মাশায়েখ, শরীয়তবিদ, কুরআন-গবেষক, সাহিত্যিক ও ভাষাবিদদের কাছে আমাদের আবেদন, মেহেরবানী পূর্বক ভুলত্রুটি বিষয়ে আমাদেরকে অবহিত করবেন, তাহলে পরবর্তীকালে অনুবাদকর্মটিকে আমরা আরো বিশুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করতে সচেষ্ট হব ইনশা আল্লাহ।

এখানে একটি বিষয় আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, অনুবাদ বলতে আমরা শুধু আল-কুরআনের অর্থের অনুবাদই বুঝাতে চেয়েছি। কেননা সরাসরি আল-কুরআনের অনুবাদ কোন মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কারণ আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা যে অর্থ-ভাব ও দ্যোতনার সঞ্চার করেছেন তা যথার্থভাবে উদ্ধার করা এবং মানবীয় ভাষায় যথার্থভাবে তা ব্যক্ত করা একটি সাধ্যাতীত কাজ। আরবী ভাষার বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তিরা যেখানে আল-কুরআনে সঞ্চারিত সকল ভাব-অর্থ-দ্যোতনা হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে সরাসরি আল-কুরআন অনুবাদের তো কোন প্রশ্নই আসে না।

পরিশেষে, যারা অর্থানুবাদের এ মহান কাজটি যথাসময়ে সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করতে অবদান রেখেছেন, বিশেষ করে উপদেষ্টা পরিষদ, পরিচালনা পরিষদ, অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ, সহযোগী কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং যারা আর্থিক অনুদান দিয়ে এ অনুবাদকর্মটি প্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছেন, তাদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুকরিয়া ও মোবারকবাদ। মহান আল্লাহর কাছে দো'আ করি, তিনি যেন তাঁদের সবার শ্রম ও কর্ম কবুল করেন এবং তাদেরকে আহসানুল জাযা দান করেন। তাঁর পবিত্র কিতাব ও তার শিক্ষা-আদর্শ প্রচারে যারাই ভূমিকা রাখছেন তাদের সবাইকে যেন তিনি বেশি বেশি তওফীক দান করেন; কেননা একমাত্র তিনিই তাওফীকদাতা ও সরলপথের দিশারী।

নূর মোহাম্মদ বদী'উর রহমান
মহা ব্যবস্থাপক
আল-কুরানের অর্থানুবাদ প্রকল্প
ও
চেয়ারম্যান
আল–বায়ান ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ।

# সম্পাদনা পরিষদের কথা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যিনি তাঁর মহান গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন,

﴿الٓرۚ كِتَٰبٌ أُحۡكِمَتۡ ءَايَٰتُهُۥ ثُمَّ فُصِّلَتۡ مِن لَّدُنۡ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١﴾ هود: ١

"এটি কিতাব যার আয়াতসমূহ সুস্থিত করা হয়েছে, অতঃপর বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে প্রজ্ঞাময়, সবিশেষ অবহিত সত্বার পক্ষ থেকে। [সূরা হূদ : আয়াত ১]

﴿قَدۡ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٞ وَكِتَٰبٞ مُّبِينٞ ١٥﴾ المائدة: ١٥

"অবশ্যই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আলো ও স্পষ্ট কিতাব এসেছে।" [সূরা আল-মায়েদা : ১৫]

সালাত ও সালাম প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি, যিনি বলেছেন,

خيركم من تعلم القرآن وعلمه

'সে–ই তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম যে আল-কুরআন শিখে ও শেখায়।' (সহীহ আল-বুখারী)।

আরো সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার ও সাহাবীবৃন্দ- সকলের প্রতি।

আল–কুরআনুল কারীম আল্লাহর একমাত্র সংরক্ষিত কিতাব যা বাতুলতার সকল স্পর্শ থেকে সদা-পবিত্র। আল-কুরআন তার ভাষার নৈপুণ্যে, শব্দের অলংকরণে ও উপমা-উৎপ্রেক্ষায় অলৌকিক; বক্তব্যে-অভিব্যক্তিতে অনন্য; অর্থের ব্যাপকতায় ও ভাবের প্রকাশভঙ্গিমায় অতুলনীয়। আল-কুরআন আল্লাহর কালাম ও পূর্ণাঙ্গতম রব্বানী পথ-পদ্ধতি যা মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয়।

এ অলৌকিকতা ও মাহাত্ম্যের কারণেই যখন কেউ এর অর্থ ও ভাব অন্য ভাষায় ভাষান্তর করতে চায় তখন অভিজ্ঞতায় সিক্ত হওয়া সত্ত্বেও এ গুরুভার-কর্ম তাকে নিশ্চিতরূপে ঘাবড়ে দেয়। তবে যেহেতু পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্যই হল এর সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহ জীবন-সংলগ্ন করে নেয়া, এর হিদায়াত অনুযায়ী পথ চলা, তাই ইহ-পরকালীন কল্যাণপ্রত্যাশী প্রতিটি মানুষের অবশ্য কর্তব্য আল-কুরআনের বক্তব্য অনুধাবন করা। এর আয়াতসমূহ গুরুত্বসহকারে বুঝা। যারা আরবী ভাষাভাষী, যেহেতু আল-কুরআন তাদের ভাষায়ই নাযিল

হয়েছে, তাদের জন্য তাই এ কাজটি নিঃসন্দেহে সহজ। তবে যারা অনারব, অনুবাদের আশ্রয় ছাড়া আল-কুরআনের বক্তব্য বুঝা তাদের পক্ষে দুষ্কর। এ হিসেবে অন্যান্য ভাষায় আল-কুরআনের অনুবাদ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তবে এ কাজটি যে মোটেও সহজসাধ্য বিষয় নয় তা বলাই বাহুল্য। তবু এ গুরুভার কর্মটি সম্পাদনের জন্য এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন ভাষায় কথা বলা কুরআন-প্রেমিকদের অনেকেই। আমাদের বাংলা ভাষার বলয়েও বেশ কিছু অনুবাদ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে একক প্রচেষ্টায় উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন আমাদের ভিজ্ঞ উলামা-মাশায়েখ ও গবেষকদের অনেকেই।

তবে সাবলীলতা ও বিশুদ্ধতার বিচারে আরো উত্তম একটি অনুবাদ উপহার দেওয়ার ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে আল-বায়ান ফাউন্ডেশন নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণ করে যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। আল-বায়ান ফাউন্ডেশন এ মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুবাদ, সম্পাদনা, পরামর্শ, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বিশাল এক কর্মী বাহিনী নিয়োগ করে, যারা- আমাদের ধারণা অনুযায়ী- অত্যন্ত দক্ষতা ও ঐকান্তিকতার সাথে অনুবাদকর্মের সকল পর্যায় অতিক্রম করে একটি চমৎকার অনুবাদ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে।

এটা নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল করে এ মুবারক প্রকল্পে জড়িত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন।

কাজের ধরন-প্রকৃতি বিষয়ে বলা যায় যে, শুরুতে বিজ্ঞ অনুবাদকমণ্ডলী তাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে সাবলীল ভাষায় অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। পরবর্তী পর্যায়ে সম্পাদকমণ্ডলীর হাতের ছোঁয়ায় সেগুলোকে আরো সমৃদ্ধ এবং তাতে আরো উৎকর্ষ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে সর্বশেষ সম্পাদনা ও নিরীক্ষা পরিষদ অনুবাদকর্মটি আদ্যোপান্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং সম্পাদকমণ্ডলীর দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া কোন অসংগতি কোথাও থেকে গেলে তা সংশোধন করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, অনুবাদকর্ম যাতে অভিন্ন ধারার অনুবর্তীতায় সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, সে লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা ও সম্পদনা পরিষদ শুরুতেই কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন, যা এই অনুবাদকর্মের শেষে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এ অনুবাদকর্মের সাথে আল-কুরআনের যে মূল পাঠ ছাপা হয়েছে তার তিলাওয়াত সহজ করার জন্য- তার পঠন-পদ্ধতি সম্পর্কেও একটি নির্দেশিকা সংযুক্ত করা হয়েছে।

আমরা সর্বার্থে বুঝতে পারি যে, আল-কুরআনের অর্থানুবাদ যত দক্ষ হাতেই করা হোক না কেন, তা আল-কুরআনের বক্তব্যের শতভাগ প্রতিনিধিত্ব করতে অক্ষম। অনুবাদের

মাধ্যমে যেটুকু ভাব ও অর্থ প্রকাশিত হয় তা কেবলই আল-কুরআনের অর্থ অনুধাবনে অনুবাদকের উপলব্ধির ফসলমাত্র। আর মানুষের জ্ঞান-উপলব্ধি শতভাগ ত্রুটিমুক্ত হবে- এ ধারণা নিশ্চয় অবান্তর। সে হিসেবে আমাদের এই অনুবাদকর্ম শতভাগ ত্রুটিমুক্ত বলে দাবি করার দুঃসাহসিকতা আমাদের নেই। তাই সুহৃদ পাঠকমণ্ডলীর কাছে আমাদের আবেদন এতে কোন ভুল–ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে আমাদেরকে অবশ্যই জ্ঞাত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো শুদ্ধ করার প্রয়াস অবশ্যই থাকবে ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে আমাদের দোআ তিনি যেন এ মহান আমল কবুল করেন এবং একে আমাদের সকলের নাজাতের উসিলা বানান। আমীন!

## আল-কুরআনুল কারীমের পঠন পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা

অত্র আল-কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহের লিখন পদ্ধতির ক্ষেত্রে 'আসেম ইবন আবিন-নাজূদ আল কূফীর বিরাআত মোতাবেক হাফস ইবন সুলাইমানের রেওয়ায়াত অনুযায়ী প্রণীত নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উসমান ইবন আফফান, আলী ইবন আবী তালিব ও যায়দ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ সাহাবী বর্ণনা করেছেন, আল-কুরআনের যে মুসহাফটি খলীফ উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু মক্কা, বসরা, কুফা ও সিরিয়ায় প্রেরণ করেছিলেন তার বর্ণমালার লিখন পদ্ধতিই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে, যেটিকে তিনি মদীনাবাসীদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং নিজের সাথেও রাখতেন। উল্লেখ্য, এ কুরআনের প্রতিটি অক্ষরই 'মুসহাফে উসমানী'র অনুরূপ।

## ওয়াকফের আলামত সমূহ

م = ওয়াকফে লাযেম এর চিহ্ন, যেখানে ওয়াকফ করা অপরিহার্য।

﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۘ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾﴾ [الانعام: ٣٦]

ج = এটা জায়েয ওয়াকফের চিহ্ন, স্পষ্ট করা কিংবা না করা উভয়দিক সমভাবে প্রযোজ্য।

﴿ نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ﴿١٣﴾ ﴾ [الكهف: ١٣]

صلے = এটা জায়েয ওয়াকফের চিহ্ন, যেখানে ওয়াকফ না করা উত্তম। যেমন-

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾﴾ [الانعام: ١٧]

قلے = এটা জায়েয ওয়াকফের চিহ্ন, যেখানে ওয়াকফ করা উত্তম। যেমন-

﴿ قُلْ رَّبِّيٓ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۬ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَاهِرًا ﴾ [الكهف: ٢٢]

❖ = ওয়াকফে মুআনাকা, যার একটিতে ওয়াকফ করা হলে অন্যটিতে ওয়াকফ করা শুদ্ধ নয়। যেমন-

﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ ﴾ [البقرة: ٢]

# অনুবাদ নীতিমালা সম্পর্কিত কিছু কথা

আল-কুরআনুল কারীমের সরল অর্থানুবাদে যে নীতিমালা অনুসৃত হয়েছে তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু নিচে দেয়া হল:

১. আরবী পরিভাষাগুলো আরবীতে রাখা হয়েছে, যেমন- ইবাদাত, সালাত, সাওম, যাকাত, হজ্জ, রাসূল, দীন, ঈমান, ইসলাম, রব ইত্যাদি।

২. 'আল্লাহ' বা 'ইলাহ' শব্দের স্থলে খোদা ব্যবহার না করে, 'আল্লাহ', ও 'ইলাহ' হুবহু রেখে দেয়া হয়েছে।

৩. আল্লাহ যেখানে আমরা' (বহুবচন) সর্বনাম ব্যবহার করেছেন, সেখানে 'আমি' ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. আল্লাহর সকল সিফাতকে প্রকৃত অর্থে অনুবাদ করা হয়েছে।

৫. সকল ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা যাতে অনুসৃত হয়, সে চেষ্টা করা হয়েছে।

৬. অনুবাদের ক্ষেত্রে তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলোর বক্তব্য সামনে রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: তাফসীর আত-তাবারী, তাফসীর ইবন কাসীর, যাদুল মাসার, ফাতহুল কাদীর, আদওয়াউল বায়ান প্রভৃতি।

৭. যে সকল ক্ষেত্রে শব্দের ব্যাখ্যার একাধিক মত রয়েছে, সেখানে পর্যালোচনার পর বিশুদ্ধ মতটি নেয়া হয়েছে। আর যেখানে দুটো মত সমানভাবে প্রযোজ্য সেখানে একটি মত মূল অনুবাদে রেখে অন্য মতটি ফুটনোটে দেয়া হয়েছে।